আর্টিকেরিয়া ও অ্যাঞ্জিওইডিমা

এই পুস্তিকাটির লক্ষ্য কি?

আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা সম্পর্কে জানতে আপনাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন এগুলি কি, এগুলি কি কারণে হয়, এগুলি হলে আপনার কি করণীয় এবং এগুলির বিষয়ে আরো বেশি করে আপনি কোথায় জানতে পারবেন। পুস্তিকাটির প্রথম অংশটিতে সাধারণ আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমার ব্যাপারে জানা যাবে। পুস্তিকাটির দ্বিতীয় অংশে অন্যান্য ধরণের আর্টিকেরিয়া, এবং কিভাবে সাধারণ আর্টিকেরিয়া থেকে ওগুলি পৃথক সে ব্যাপারে জানা যাবে।

আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা কাকে বলে?

- আর্টিকেরিয়া বহুলাংশে হয় এবং 20% মানুষের ক্ষেত্রে তাঁদের জীবদ্দশায় কোন না কোন সময় হয়ে থাকে। এটিকে হাইভ বা আমবাতও বলা হয়ে থাকে। স্বল্প সময়ের জন্যে আর্টিকেরিয়ার জন্যে ফুলে ওঠাকে বলা হয় উইলস (দাগড়া দাগড়া দাগ) (নীচে দেখুন)
- অ্যাঞ্জিওইডিমা হল আর্টিকেরিয়ার আরো গুরুতর আকার

আক্রান্ত ব্যক্তিটি হয়তো শুধুমাত্র আর্টিকেরিয়াতে বা শুধুমাত্র অ্যাঞ্জিওইডিমাতে বা একসাথে দুটিতেই ভুগতে পারেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে যেটি দেখা যায়, সেটি হল ‘সাধারণ আর্টিকেরিয়া’ যেটিকে সাধারণতঃ ‘সঙ্কটজনক’(অ্যাকিউট) এবং ‘দীর্ঘস্থায়ী’ (ক্রনিক) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ‘অ্যাকিউট’ আর্টিকেরিয়া/অ্যাঞ্জিওইডিমাতে, পর্বটি কয়েক দিন থেকে ছয় সপ্তাহ অবধি চলে। সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘দীর্ঘস্থায়ী’(ক্রনিক)আর্টিকেরিয়া ছয় সপ্তাহের বেশি সময় অবধি চলে।

অন্যান্য কম সাধারণ ধরণের আর্টিকেরিয়াগুলির বিবরণ পুস্তিকাটির পরবর্তী অংশে রয়েছে। এর মধ্যে আর্টিকেরিয়াল ভ্যাস্কুলাইটিজও অর্ন্তভুক্ত (যেখানে রক্তনালী ফুলে গিয়ে আর্টিকেরিয়ার মত র‍্যাশের জন্ম দেয় এবং তাই সাধারণ আর্টিকেরিয়ার থেকে পৃথক)।

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474

আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা কেন হয়?

দুটিরই কারণ হল ত্বকের কোষ যেটিকে বলা হয় মাস্ট কোষ, সেখান থেকে হিস্টামাইনের নিঃসরণ। ব্যায়াম, ত্বকের উপর চাপ, অন্যান্য ভৌত কারণ এবং খাদ্য, ওষুধপত্র এবং সংক্রমণ প্রভৃতি বহু কারণে এটি বেড়ে যায়। তবে বহুলাংশে হওয়া 'সাধারণ' আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমাতে কোন বাহ্যিক কারণ চিহ্নিত করা বিরল। সাধারণ ক্রনিক আর্টিকেরিয়ায় আক্রান্ত কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে ত্বকের মাস্ট কোষ থেকে হিস্টামাইনের নিঃসরণ রক্তে কয়েকটি উপাদানের সঞ্চালনের কারণে বেড়ে যায় যেমন অ্যান্টিবডিগুলি ওগুলির নিজস্ব মাস্ট কোষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়–যে প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় অটোইমিউনিটি

এইসবগুলির জন্যে পরীক্ষা নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত নয় এবং সাধারণতঃ চিকিৎসাগুলির পরিবর্তন হয়না।প্রায়শইঃ অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়ার কোন কারণ জানা যায় না। কিন্তু কখনো কখনো এটি সংক্রমণের জন্যেও হয়ে থাকে যেমন সর্দি, ইনফ্লুয়েনজ়া বা গলা ব্যথা। প্রায় যে কোন ওষুধের জন্যেও 'অ্যাকিউট' আর্টিকেরিয়া হতে পারে কিন্তু ব্যথা উপশমকারী ওষুধ (বিশেষ করে অ্যাস্পিরিন এবং আইবুপ্রোফেনের মতন ওষুধ), অ্যান্টিবায়োটিক (বিশেষ করে পেনিসিলিন) এবং টীকাকরণের দায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অ্যাঞ্জিওইডিমা, বিশেষ করে, এক ধরণের ওষুধের জন্যে হয় (এ.সি.ই. ইনহিবিটর) যেটি উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। খাবার থেকে সাধারণতঃ অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া হয় না, যদিও মাঝেমধ্যে বাদাম, মাছ, টমেটো, সবজি এবং বেরিকে দায়ী করা যেতে পারে।

আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমার লক্ষণগুলি কি?

আর্টিকেরিয়ার প্রধাণ লক্ষণটি হল চুলকানি কিন্তু অ্যাঞ্জিওইডিমাতে সাধারণতঃ চুলকানি হয় না। যদিও চুলকানি ও আকৃতির জন্যে আর্টিকেরিয়া যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে, কিন্তু এটির সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে না। অ্যাঞ্জিওইডিমার কারণে ফুলে উঠলে তা কচিৎ কখনো জিভ বা গলার উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে নিশ্বাস নিতে বা গিলতে অসুবিধা হয়। একমাত্র খাদ্য বা ওষুধ থেকে অ্যালার্জির ঘটনা এবং বংশগত কারণে অ্যাঞ্জিওইডিমার বিরল দৃষ্টান্ত ব্যাতিরেকে এটি আশঙ্কাজনক হতে পারে কিন্তু এর জন্যে জীবনহানির ঘটনা বিরল।

আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা কি বংশগত?

'সাধারণ' বহুলাংশে হওয়া আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা বংশগত নয়।

সাধারণ আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা কেমন দেখতে?

আর্টিকেরিয়ার দাগড়া দাগড়া দাগগুলি গায়ের মাংসের রঙের, গোলাপী বা লাল। ওগুলি বিভিন্ন আকার ও মাপের হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বিছুটির হুলের মত দেখতে হয়। আর্টিকেরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্বতন্ত্র ক্ষতগুলি একদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474

এবং প্রায়শই কয়েক ঘন্টার মধ্যে চলে যায়। কিন্তু ওগুলি মাঝে মধ্যে কালশিটে দাগ রেখে যায় বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে। নতুন দাগড়া দাগ এরপরে অন্যান্য স্থানে বেরোতে পারে। সাধারণ আর্টিকেরিয়ার ক্ষেত্রে দাগড়া দাগগুলি শরীরের যে কোন অংশে যে কোন সময়ে দেখা দিতে পারে।

অ্যাঞ্জিওইডিমার জন্যে ফ্যাকাসে বা গোলাপি অপেক্ষাকৃত ভারি ফুলে ওঠা অংশগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চোখের পাতা, ঠোঁট এবং মাঝেমধ্যে মুখে দেখা যায়, কিন্তু এগুলি যেকোন জায়গাতেই হতে পারে। এগুলিতে সাধারণতঃ চুলকায় না এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যায়। হাত ও পা আক্রান্ত হলে, ওই জায়গাগুলিতে টানভাব ধরে এবং ব্যথা হয়।

সাধারণ আর্টিকেরিয়া কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

সাধারণতঃ ওটির চেহারা বা বর্ণনা দিলেই আপনার ডাক্তারবাবুর কাছে তা নির্ণয় করে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, যদিও আপনার ডাক্তারবাবু কারণটি চিহ্নিত করার জন্যে আপনাকে প্রশ্ন করবেন। সেরকম বিশেষ কোন পরীক্ষা নেই যার মাধ্যমে আর্টিকেরিয়ার নিশ্চিত কারণটি চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু কিছু পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে যদি আপনার দেওয়া উত্তরগুলি কোন অন্তর্নিহিত কারণের প্রস্তাব দিতে পারে।

- অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়াতে, কোন অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। মাঝে মধ্যে যদি কোন অ্যালার্জি জনিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবে ত্বক বা অ্যালার্জি জনিত রোগের বিশেষজ্ঞের দ্বারা রক্তে অ্যান্টিবডি সনাক্তকরণের জন্যে একটি নির্দিষ্ট রক্ত পরীক্ষা বা ত্বকে সূচ ফুটিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

- ক্রনিক বা দুরারোগ্য আর্টিকেরিয়ার ক্ষেত্রে, অ্যালার্জি জনিত কারণটি বিরল। ফলে নিয়মিত অ্যালার্জি পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। কিছু অল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্য, খাদ্যে রঙ করার উপাদান এবং প্রিজারভেটিভগুলি আর্টিকেরিয়াকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং একটি খাবারের ডায়েরী রাখলে উপকার পাওয়া যায়: ওই সব খাবারগুলি খাদ্য তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলা যায় যাতে করে বোঝা যায়, অবস্থার উন্নতি ঘটছে কিনা, এবং পরে ভেবে চিন্তে আবার সেগুলিকে চালু করা যেতে পারে ওগুলিই আর্টিকেরিয়ার কারণ কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। তবে আর্টিকেরিয়া রোগটি এততাই বাড়ে কমে, এট সবসময় সঠিক হয় না এবং রোগটি আপনাকে সবসময় নিশ্চিত ভাবে বলবে না সমস্যাটি কি কারণে হচ্ছে।

সাধারণ আর্টিকেরিয়া এবং অ্যাঞ্জিওইডিমা কি সারে?

চিকিৎসাগত যে রূপরেখাটি নিচে দেওয়া হয়েছে, তা অবস্থাটি চেপে দেয় কিন্তু সারায় না। দুরারোগ্য সাধারণ আর্টিকেরিয়াতে আক্রান্ত অর্ধেক মানুষের ক্ষেত্রে, র‍্যাশটি 6–12 মাস অবধি চলে এবং এর পরে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায় যদিও এটি বেশ দীর্ঘ সময় ধরে

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474

চলতে পারে। তবে এটি সাধারণতঃ আর হয় না। তবে কোন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আর্টিকেরিয়ার কোর্সটি অনিশ্চিত।

সাধারণ আর্টিকেরিয়ার চিকিৎসা কি?

- আর্টিকেরিয়াটিকে বাড়িয়ে দেয় এমন যেকোন জিনিষই এড়িয়ে চলা ভাল। এগুলি নিচে বিশদে তালিকাভুক্ত করা হল 'আমি কি করতে পারি' এই শিরোনামে।

- অ্যান্টিহিস্টামাইন হিস্টামাইনের প্রভাবটিকে প্রতিরোধ করে এবং বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে চুলকানি ও র‍্যাশ কমিয়ে দেয় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আর্টিকেরিয়ার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যদি ঘন ঘন আর্টিকেরিয়া হয়, তাহলে নিয়মিত অ্যান্টিহিস্টামাইন নেওয়া সবচেয়ে ভাল। বিভিন্ন ধরণের রয়েছে। পুরোনোগুলিতে সাধারণতঃ ঝিমুনি আসে। নতুনগুলিতে ঝিমুনির সম্ভাবনা কম কিন্তু মদের সঙ্গে খেলে ঝিমুনি আসতে পারে। কোন নির্দিষ্ট একটি অ্যান্টিহিস্টামাইন সকলের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নয়, ফলে আপনার ডাক্তারবাবুকে বিভিন্ন ধরণগুলি নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে যে আপনার পক্ষে কোনটি শ্রেষ্ঠ। যতদিন পর্যন্ত আর্টিকেরিয়াটি রয়েছে, ততদিন অবধি অ্যান্টিহিস্টামাইন বড়িগুলি খেয়ে যেতে হবে। গুরুতর ধরণের কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা খুবই বিরল কিন্তু মাঝে মধ্যে কয়েকটিতে ওজন বেড়ে যেতে পারে, এবং কিছু কিছু একসাথে একটি নির্দিষ্ট ওষুধ হিসেবে না খাওয়াই উচিৎ।

- একটি সম্পর্কিত ধরণের অ্যান্টিহিস্টামাইন (যেমন সিমেটাইডিন এবং রযানিটাইডিন) যেগুলি সাধারণতঃ পেটের আলসারের ব্যবহৃত হয়, সেটি ত্বকের চিকিৎসার জন্যে সাধারণ অ্যান্টিহিস্টামাইনের সাথে যোগ করে দেওয়া যেতে পারে।

- সাময়িক ঔষধি প্রস্তুতিকরণ যেমন ক্যালামাইন লোশন বা জলীয় ক্রীমে মেন্থল আরামদায়ক হতে পারে।

- অ্যান্টিহিস্টামাইন বড়িগুলিতে যদি আপনার উপকার না হয়, তবে আপনি এ ব্যাপারে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারেন, যিনি আরো কিছু পরীক্ষার আয়োজন করতে পারেন এবং অন্য ওষুধ ও দিতে পারেন। এর মধ্যে কয়েকটি (যেমন মন্টেলুকাস্ট, (হাঁপানির একটি চিকিৎসা) আর্টিকেরিয়ার জন্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত নাও হতে পারে, কিন্তু উপকারী চিকিৎসা হতে পারে।

- অ্যাকিউট ও ক্রনিক আর্টিকেরিয়া গুরুতর ভাবে বেড়ে গেলে খাওয়ার স্টেরয়েড মাঝে মধ্যে সংক্ষিপ্ত মাত্রায় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না।

- নতুন চিকিৎসাগুলি যেগুলি শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে দমন করে (যেমন সাইক্লোস্পোরিন) সেগুলিকে বিশেষজ্ঞ ত্বক ও অ্যালার্জি কেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474

গুরুতর ভাবে আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে কয়েকজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং ফলদায়ক হতে পারে।

- অ্যাড্রিনালিন ইঞ্জেকশন (এপিনফ্রিন) (যা নিজেই দেওয়া যায়) প্রায়শই দ্রুত আরাম দেয়, কিন্তু এই ধরণের চিকিৎসা সবচেয়ে চরম অবস্থাতেই করা হয়ে থাকে, যেমন আর্টিকেরিয়া বা অ্যাঞ্জিওইডিমা যখন শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি কি করতে পারি ?

- যে সমস্ত বস্তুগুলি আর্টিকেরিয়া আরো বাড়িয়ে দেয়, সেইরকম সবকিছুই এড়িয়ে চলা ভাল যেমন তাপ, আঁটো জামা কাপড়, মদ এবং অ্যাস্পিরিন সমৃদ্ধ ওষুধপত্র, এবং সম্ভব হলে অন্যান্য অনুরূপ ওষুধ যেমন আইবুপ্রোফেন (প্যারাসিটামলের জন্যে সাধারণতঃ কোন সমস্যা হয় না)
- এ.সি.ই. ইনহিবিটর নামক ওষুধগুলিকে (উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়) এড়িয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে যদি অ্যাঞ্জিওইডিমা থাকে।
- বিরল ক্ষেত্রে খাদ্য, খাদ্যের রঙ এবং প্রিজারভেটিভ এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে ওগুলি সমস্যা সৃষ্টি করেছে।
- নিশ্বাস নিতে বা খাবার গিলতে আপনার যদি কোন সমস্যা হয়, তবে অতি অবশ্যই ডাক্তারী পরামর্শ নেবেন।
- আপনি নিজে যদি না পারেন আপনার অবস্থার সম্পর্কে অন্যদের জানাতে মেডিক অ্যালার্ট ব্রেসলেট কেনার কথা ভাবুন।

মেডিক অ্যালার্ট ফাউন্ডেশন:
1 Bridge Wharf
156 Caledonian Road, London, N1 9UU
ফোন: (020) 7833 3034
ফ্রিফোন 0800 581 420

অন্যান্য আর্টিকেরিয়া

- *ভৌত আর্টিকেরিয়াঃ* অন্যান্য ধরণের আর্টিকেরিয়াগুলি ভৌত কারণে বেড়ে যায় যেমন তাপ, ঠান্ডা, ঘর্ষণ, ত্বকের উপর চাপ এমন কি জল । মিনিটের মধ্যে দাগড়া দাগড়া ভাবে ফুলে ওঠে এবং এক ঘন্টার কম থাকে (ডিলেড প্রেসার আর্টিকেরিয়া ব্যাতিরেকে) ভৌত আর্টিকেরিয়া সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান অল্প বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হয় এবং এগুলি অসাধারণ কিছু নয়। এগুলি সাধারণ আর্টিকেরিয়ার সাথে সংযোজিত ভাবে হতে পারে, বা একে অপরের সাথে হতে পারে, এবং সময়ের সাথে সাথে অবস্থার উন্নতি হয়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ধরণগুলি অর্ন্তভুক্তঃ

ডারমোগ্রাফিজম ("স্কিন রাইটিং") এই ধরণটিতে ত্বকটি ঘষলে বা ত্বকে হাত বোলালে সেটি দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে এবং চুলকোয়। এটি

সাধারণতঃ খুব বেশি চুলকোয় বিশেষ করে যখন দগদগে অবস্থায় থাকে। চুলকানোর জায়গায় দাগড়া এবং লাল দাগগুলি রেখার মত দেখা দেয় এবং সাধারণতঃ এক ঘন্টার কম থাকে। সাধারণতঃ এর কোন কারণ জানা নেই।

কোল্ড আর্টিকেরিয়া-খুব ঠান্ডা জায়গায় ঠান্ডা, এমন কি বৃষ্টি, হাওয়া এবং ঠান্ডা জলের কারণে চুলকানি হয় এবং দাগড়া দাগড়া ভাবে ত্বক ফুলে ওঠে। ঠান্ডা জলে সাঁতার কাটলে গুরুতর ভাবে ত্বকে দাগড়া *দেখা দিতে পারে এবং* অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ও সম্ভাবনা থাকে এবং তাই এড়িয়ে চলাই ভাল। কোল্ড আর্টিকেরিয়া হলে কিছু করার আগে রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাছে তা জানাতে হবে যাতে প্রক্রিয়াটি চলাকালীন যদি দাগড়া বেরোয়, তবে কোল্ড আর্টিকেরিয়া ধরে নেওয়া যেতে পারে। কোল্ড আর্টিকেরিয়ার কোন কারণ জানা নেই।

সোলার আর্টিকেরিয়াঃ এটি বিরল, সূর্যের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই ত্বকে লাল ভাব, চুলকানি দেখা দেয় এবং ত্বক দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে এবং এক ঘন্টার কম থাকে।

অ্যাকোয়াজেনিক আর্টিকেরিয়াঃ এটি খুবই বিরল। যেখানে ত্বক জলের সংস্পর্শে আসে, তা জলের তাপমাত্রা যাই হোক না কেন, সেখানে, ছোট ছোট দাগড়ায় ত্বক ফুলে ওঠে বিশেষ করে শরীরের উপরি অংশ।

ডিলেইড প্রেসার আর্টিকেরিয়া-ত্বকের যে সমস্ত স্থানে চাপ দেওয়া হয়েছে, সেই সব জায়গাগুলি ফুলে যায় যেমন আঁটো জামা কাপড় বা শক্ত মুষ্টিতে যন্ত্রপাতি ধরার জন্যে হতে পারে।সাধারণতঃ বেশ কয়েক ঘন্টা পরে জায়গাটি ফুলে যায়। এটি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে এবং এক দিনের বেশি থাকতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রেসার আর্টিকেরিয়াতে আক্রান্ত মানুষের সাধারণ আর্টিকেরিয়া হওয়ার ও সম্ভাবনা থাকে।

যে কারণে ভৌত আর্টিকেরিয়া হয়, সেগুলি এড়িয়ে চললে এবং অ্যান্টিহিস্টামাইনের সাহায্যে নিয়মিত চিকিৎসা করালে অনেকগুলির ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি ঘটে। তবে, অ্যান্টিহিস্টামাইনে সাধারণতঃ ডিলেড প্রেসার আর্টিকেরিতে ফলপ্রসূ হয় না। মাঝে মধ্যে অল্প দিনের জন্যে খাওয়ার স্টেরয়েড নিলে কাজ হয় যদি ডিলেড প্রেসার আর্টিকেরিয়ার লক্ষণগুলি গুরুতর ধরণের হয়ে থাকে।

- **কোলিনার্জিক আর্টিকেরিয়া**-যে যে অবস্থায় ঘাম হয়, সেই রকম সময় এটি হয়ে থাকে যেমন পরিশ্রম, তাপ, মানসিক চাপ এবং মশলাদার খাবার খেলে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লাল রঙে ছোট ছোট চুলকানিযুক্ত ফুসকুড়ি বেরিয়ে যায় সাধারণতঃ শরীরের উপরের অংশে এবং ওগুলি ছড়িয়ে যায়। এই দাগড়াগুলি এক ঘন্টার কম থাকে কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে একসাথে যুক্ত হয়ে বড় আকারে ফুলে ওঠে। সাধারণতঃ অ্যান্টিহিস্টামাইনে কাজ হয়, এবং সূত্রপাত

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474

করতে পারে (যেমন ব্যায়াম) এমন কোন কাজের আগে নিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

- **কন্ট্যাক্ট আর্টিকেরিয়া**–বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য, গাছপালা, পশু এবং পশুজাত দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার মুহূর্তের মধ্যে ওই স্থানটিতে দাগড়া দাগড়া বেরিয়ে যায়। এই দাগড়াগুলি বেশিক্ষণ থাকে না। কয়েকটি সাধারণ কারণ হল ডিম, বাদাম (চিনে বাদাম), সাইট্রাস ফল, রাবার (ল্যাটেক্স) এবং বিড়াল ও কুকুরের সাথে সংস্পর্শ। যদিও প্রায়শঃই অল্পস্বল্প প্রতিক্রিয়া হয়, মাঝে মধ্যে এটি গুরুতর আকার ও ধারণ করতে পারে যেমন বেশি স্পর্শকাতর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রাবার ও চিনে বাদামের সঙ্গে সংস্পর্শের পর।

- **দাগড়া দাগড়া হয়ে ত্বক ফুলে ওঠা ছাড়া অ্যাঞ্জিওইডিমা**–আর্টিকেরিয়া ছাড়া অ্যাঞ্জিওইডিমা অনেকগুলি কারণে হতে পারে যেমন ওষুধ পত্র (যেমন অ্যাস্পিরিন, এ.সি.ই. ইনহিবিটর) বা খাদ্য জনিত অ্যালার্জি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি সাধারণ আর্টিকেরিয়া/অ্যাঞ্জিওইডিমার উপাদান বিশেষ যেখানে কোন কারণ শনাক্ত করা যায় না।

- **বংশগত অ্যাঞ্জিওইডিমা**–এটি খুব বিরল প্রকৃতির অ্যাঞ্জিওইডিমা যা পারিবারিক সূত্রে আসে। রোগীদের মুখমন্ডল, মুখের ভিতরের অংশ, গলা এবং কখনো পেট ফুলে যায় যার ফলে পেটে খুব ব্যথা হয়। রক্তে প্রোটিনের বংশগত ঘাটতির জন্যে এই অবস্থা হয় এবং একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এটিকে চিহ্নিত করা যায়। আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সময় কখনো কখনো রক্তে ঘাটতি হওয়া প্রোটিনটি রক্তে পূরণ করা হয়। বংশগত অ্যাঞ্জিওইডিমায় গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলে এবং সেটির চিকিৎসা না হলে জীবনহানির আশঙ্কা থেকে যেতে পারে।; তাই আপৎকালীন অবস্থায় ডাক্তারদের সজাগ করে দেওয়ার জন্যে রোগীদের মেডিক অ্যালার্ট ব্রেসলেট ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।

- **আর্টিকেরিয়াল ভাস্কুলাইটিজ**– আর্টিকেরিয়াতে আক্রান্ত কিছু কম সংখ্যক মানুষের ত্বক দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে যা দুদিনের বেশি থাকে। এগুলি নরম হতে পারে এবং মাঝেমধ্যে ক্ষত হতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত মানুষের শরীর খারাপ লাগতে পারে এবং তাঁরা গাঁটে ও পেটে ব্যথা অনুভব করতে পারেন। এর কারণ ওদের রক্তনালিগুলি ফুলে যায় (এই প্রক্রিয়াটি হল ভ্যাস্কুলাইটিজ)। দেহ থেকে সরানো একটি দাগড়ার ছোট টুকরো মাইক্রোস্কোপের তলায় বসিয়ে পরীক্ষা করে রোগটি নির্ণয় করা হয়। যদিও রক্ত পরীক্ষা করানো হয়, কারণটি প্রায় পাওয়াই যায় না। অ্যান্টিহিস্টামাইনে খুব বেশি কাজ হয় না কিন্তু অন্যান্য ওষুধপত্র যা ফোলা কমায়, তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমি আর্টিকেরিয়া সম্পর্কে আরও জানতে পারব কোথা থেকে?

বিস্তারিত তথ্যসহ প্রচারপত্রগুলির ওয়েব লিঙ্ক:

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266 Fax: 020 7388 5263 e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474

www.dermnet.org.nz/dna.urticaria/urt.html
www.allergyuk.org

এই প্রচারপত্রের উদ্দেশ্য বিষয়টির যথাযথ তথ্য প্রদান করা এবং এটি ব্রিটিশ অ্যাসোশিয়েশন অব ডার্মাটোলজিস্টস্-এর প্রতিনিধিদের মতামতের মিলের ভিত্তিতে তৈরি: যদিও, এর বিষয়বস্তু কখনও কখনও আপনার চিকিৎসক প্রদত্ত পরামর্শ থেকে ভিন্ন হতে পারে।

ব্রিটিশ অ্যাসোশিয়েশন অব ডার্মাটোলজিস্টস্
রোগীদের জন্য তথ্যের প্রচারপত্র
মার্চ 2006-এ তৈরি
মার্চ 2009-এ হালনাগাদকৃত

4 Fitzroy Square, London W1T 5HQ
Tel: 020 7383 0266   Fax: 020 7388 5263   e-mail: admin@bad.org.uk
Registered Charity No. 258474